মেহেরপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় তিন জনের মৃত্যু মামলার আসামি পলাশ কারাগারে

মেহেরপুর-চুয়াডাঙ্গা সড়কে দুর্ঘটনায় ব্যাংক কর্মকর্তাসহ ৩ জনের মৃত্যুর ঘটনায় মামলার প্রধান আসামি সাজ্জাদ হোসেন পলাশকে কারাগারে পাঠিয়েছেন আদালত।

আজ রবিবার মেহেরপুরের চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মো. শাহজাহান আলীর আদালতে আত্মসমর্পণ করে জামিন আবেদন করেন পলাশ। আদালতের বিচারক তার জামিন নামঞ্জুর করে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন। পলাশ উচ্চ আদালত থেকে চার সপ্তাহের অন্তর্বর্তীকালীন জামিনে ছিলেন। জামিনের মেয়াদ শেষ হলে তিনি নিম্ন আদালতে আত্মসমর্পণ করেন।

ঘটনার চার দিন পর, গত ৪ এপ্রিল নিহত ব্যাংক কর্মকর্তা আখতারুজ্জামান সোহাগের চাচা সাইদুজ্জামান বাদী হয়ে সড়ক পরিবহন আইন ২০১৮ এর ৯৮/১০৫ ধারায় মেহেরপুর সদর থানায় মামলা করেন। যার মামলা নম্বর—০৭।

আসামি সাজ্জাদ হোসেন পলাশ মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার গাড়াবাড়ীয়া গ্রামের আব্দুল লতিফের ছেলে। দুর্ঘটনাকবলিত প্রাইভেট কারের মালিকও তিনি। তিনি মেহেরপুর পশুহাট সংলগ্ন ভুট্টা ক্রয় কেন্দ্রে বিপি করপোরেশনের মালিক।

মামলায় আসামিপক্ষে মারুফ আহমেদ বিজন ও কামরুল হাসান এবং সরকারপক্ষে কোর্ট পরিদর্শক জিয়াউল হাসান আইনজীবীর দায়িত্ব পালন করেন।

মামলার প্রধান আসামি সাজ্জাদ হোসেন পলাশকে নিরাপত্তা বেষ্টনির মধ্য দিয়ে আদালত থেকে কারাগারে নেওয়া হয়। এ সময় সাংবাদিকরা ছবি তুলতে বা ভিডিও করতে গেলে পুলিশ বাধা দেয় বলে জানা গেছে।

মামলার এজাহার ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, চলতি বছরের ৩১ মার্চ রোজার ঈদের দিন বিকালে প্রাইভেট কার চালক পলাশ হোসেন বেপরোয়া গতিতে আমঝুপি থেকে মেহেরপুরের দিকে আসছিলেন। এ সময় ভ্যানচালক আলী

হাসান তার পরিবারের লোকজন নিয়ে ভ্যানযোগে আমঝুপির দিকে যাচ্ছিলেন। প্রাইভেট কারটি প্রথমে পাখিভ্যানের সাথে সজোরে ধাক্কা মারলে ভ্যানের সকল যাত্রী রাস্তার উপর ছিটকে পড়ে গুরুতর আহত হন। পরে প্রাইভেট কারটি একটি মোটরসাইকেলকেও ধাক্কা দেয়। এতে মোটরসাইকেলের দুই আরোহী আখতারুজ্জামান শোভন ও তার বন্ধু আল ইমরান রাস্তার পাশে ছিটকে পড়ে মারাত্মক আহত হন।

খবর পেয়ে মেহেরপুর ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স তাদেরকে উদ্ধার করে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে ব্যাংক কর্মকর্তা আখতারুজ্জামান মারা যান। এছাড়া অবস্থার অবনতি হওয়ায় আল ইমরানকে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে ও জুবায়ের হাসানকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার করেন কর্তব্যরত চিকিৎসক। রাজশাহীতে নেওয়ার পথে সন্ধ্যার দিকে পাবনার মধ্যে শিশু জুবায়ের হোসেন মারা যান। আল ইমরান রাত ৯টার দিকে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে মারা যান।

এদিকে, দুর্ঘটনার সিসিটিভি ফুটেজ সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হলে সেখানে দেখা যায়, যে তিনজন নিহত হয়েছে তারা সবাই তাদের সঠিক সাইডে ছিলেন এবং আসামি তার গাড়ি হতে বেরিয়ে দ্রুত পালিয়ে যায়। মামলার বাদী অভিযোগ করে এজাহারে উল্লেখ করেছেন, আসামি পরিকল্পিতভাবে তাদের হত্যা করেছে।

ঝিনাইদহে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ১

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে শ্যালো ইঞ্জিন চালিত অবৈধ যান লাটাহাম্বা ও মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে ফজলু খাঁ (৫৫) নামের এক মোটরসাইকেল আরহী নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও একজন।

বুধবার (১৪ মে) সকাল ১১টার দিকে উল্ল্যা গ্রামের মাদরাসা মোড়ে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত ফজলু খাঁ উপজেলার নাটোপাড়া গ্রামের লোকমান হোসেনের ছেলে।

স্থানীয় প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, একটি শ্যালো ইঞ্জিন চালিত লাটাহাম্বা কোলা বাজার থেকে কালীগঞ্জের দিকে যাচ্ছিল এসময় উল্ল্যা মাদরাসা এলাকায় পৌঁছালে নলডাঙ্গা থেকে আসা একটি

মোটরসাইকেলের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনাস্থলেই মোটর সাইকেল আরহী ফজলু খাঁ নিহত হন এবং আর একজন আহত হন। পরে আহত ব্যক্তিকে উদ্ধার করে কালীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে।

কালীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শহিদুল ইসলাম জানান, ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। মরদেহের ময়না তদন্তে শেষে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

গাংনীতে সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল শিশু তাছনিয়ার

নানার দোকানের হালখাতার মিষ্টি নিয়ে দৌঁড়ে রাস্তা পার হতে গিয়ে সড়কে প্রাণ হারালো তাছনিয়া খাতুন নামের আড়াই বছর বয়সী এক শিশু। দ্রুতগতির স্টিয়ারিংচালিত একটি গাড়ি তাকে চাপা দিলে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।
নিহত তাছনিয়া খাতুন মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার সীমান্তবর্তী কাজীপুর গ্রামের প্রবাসী জয়নাল আবেদীনের মেয়ে।
আজ শনিবার (১০ মে) সকাল ১১টার দিকে কাজীপুর গ্রামে এই দুর্ঘটনা ঘটে।
স্থানীয়দের বরাত দিয়ে গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
তিনি জানান, তাছনিয়া তার নানার দোকানে হালখাতার মিষ্টি নিয়ে দৌঁড়ে রাস্তা পার হচ্ছিল। এ সময় একটি ইঞ্জিনচালিত স্টিয়ারিং গাড়ি তাকে চাপা দিলে সে ঘটনাস্থলেই মারা যায়।
ওসি আরও জানান, খবর পেয়ে পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে।

মেহেরপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের মাঝে চেক বিতরণ

মেহেরপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের জন্য বরাদ্দকৃত ৩৮ লাখ টাকার চেক বিতরণ করা হয়েছে। গতকাল বুধবার বিকাল তিনটার সময় মেহেরপুর জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে আনুষ্ঠানিক ভাবে এ চেক বিতরণ করা হয়।

চেক বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুরের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক ভারপ্রাপ্ত স্থানীয় সরকার বিভাগের উপ-পরিচালক মোঃ তরিকুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক শিক্ষা ও আইসিটি, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক রনি আলম নূর।

এছাড়া আরও উপস্থিত ছিলেন জেলা সিভিল সার্জনের প্রতিনিধি ডা. ইনজামুল হক, জেলা পুলিশ সুপারের প্রতিনিধি ইন্সপেক্টর বজলুর রহমান, মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রতিনিধি এসআই অরুণ কুমার দাস, গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বানি ইয়ামিন, জেলা বিআরটিএ ইন্সপেক্টর জিয়াউর রহমান, জেলা বিআরটি এর কম্পিউটার অপারেটর নাসরিন আক্তার।

অনুষ্ঠানে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ৭ জনের পরিবারের প্রত্যেককে ৫ লাখ টাকা করে মোট ৩৫ লাখ টাকা এবং গুরুতর আহত ও অঙ্গহানি হওয়া একজনকে ৩ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ হিসেবে প্রদান করা হয়।

সড়ক পরিবহন আইন ২০১৮-এর ধারা ৫৩ অনুযায়ী গঠিত সহায়তা তহবিল থেকে ক্ষতিপূরণ বা প্রযোজ্য চিকিৎসা খরচ পাওয়ার জন্য ৩০ দিনের মধ্যে আবেদন করার আহ্বান জানিয়েছেন জেলা বিআরটিএ।

গাংনীতে সড়ক দুর্ঘটনায় দুই কলেজ ছাত্র নিহত

মেহেরপুরের গাংনীতে সড়ক দুর্ঘটনায় দুই কলেজ ছাত্র নিহত হয়েছেন। নিহতরা হলেন, গাংনী উপজেলার পীরতলা গ্রামের সৌদি প্রবাসী আলেক হোসেনের ছেলে সিয়াম হোসেন (১৮) ও একই গ্রামের আরেক সৌদি প্রবাসী সোহরাব হোসেন ওরফে সেন্টুর ছেলে আব্দুল্লাহেল বাকী (১৮)। নিহতরা দুজনেই কুষ্টিয়া ইসলামিয়া কলেজের একাদশ শ্রেনীর ছাত্র।

বুধবার (৮ জানুয়ারী) বেলা সাড়ে তিনটার দিকে মেহেরপুর-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কের গাংনী উপজেলার আকুবপির গ্রামের জোয়াদ্দার ইটভাটার নিকট এই দুর্ঘটনা ঘটে। গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানারুল ইসলাম এই তথ্য নিশ্চিত করেন।

প্রত্যক্ষদর্শীদের বরাত দিয়ে ওসি বানী ইসরাইল বলেন, মোটরসাইকেল যোগে নিহতরা কুষ্টিয়া যাচ্ছিলেন। এসময় কুষ্টিয়া থেকে ছেড়ে আসা রফরফ পরিবহন (যার নং কক্সবাজার জ-০৪-০০২১) নামের যাত্রীবাহি একটি লোকাল বাসের সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনাস্থলেই মারা যায় সিয়াম হোসেন। এছাড়া গুরুতর আহত হয় অপর সঙ্গী আব্দুল্লাহ হেল বাকী। তাকে উদ্ধার করে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃতু ঘোষণা করেন।

এদিকে স্থানীয়রা ঘাতক বাসটিকে আটক করে থানা পুলিশে সোপর্দ করেছেন। ওসি বানী ইসরাইল জানান, নিহতদের মরদেহ উদ্ধার করে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে নেওয়ার প্রস্তুতি চলছে। এছাড়া বাসটিকে থানায় নেয়াা হবে।